দৈনিক মিল্লাত
১৩৩
তারিখ ... 21 JUL 1991
পৃষ্ঠা... ৪ ... কলাম... ১

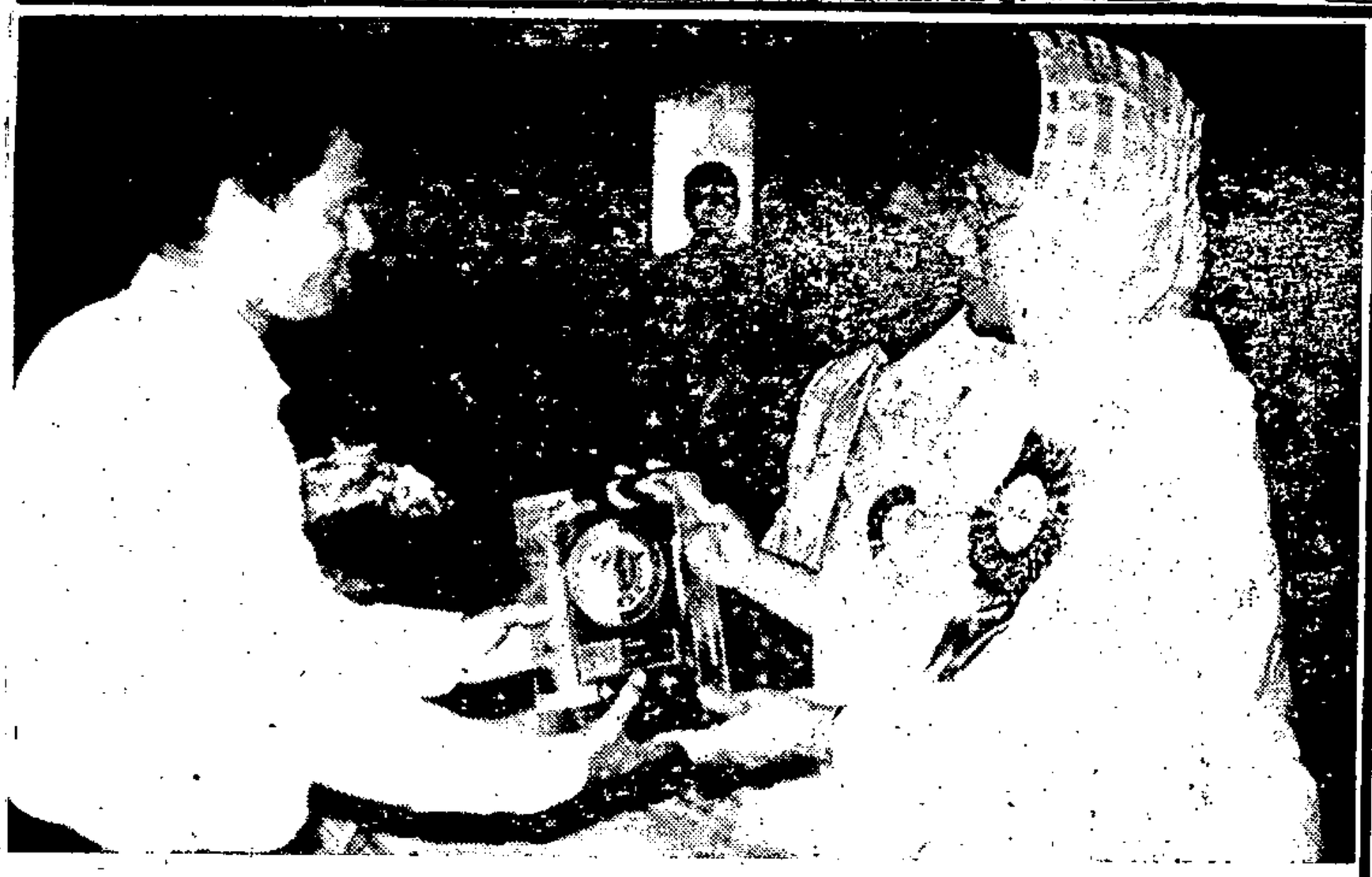

শিল্পকলা একাডেমীতে ষোড়শ বাংলাদেশ বিজ্ঞান সম্মেলনে বিজ্ঞান গবেষণা কৃতিত্বের জন্য ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবুবক্কর সিদ্দিকীকে পুরস্কার প্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং তার প্রতিকার

মো: তারেক সরকার

'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' –এ কথাটির সাথে আমরা সকলে পরিচিত। তা তার অর্থ অনুধাবন করে তা রোধ করতে এগিয়ে আসছি ক'জনে? শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আমাদের দেশের একটি কলংকজনক ব্যাপার, প্রতি বছর এদেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্র সন্ত্রাসের বলি হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে, এদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে নানা দলীয়, উপদলীয় এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দলে বহু হতাহত হয়েছে। বহু মায়ের চোখের মণি আড়াল হয়ে গেছে, পত্রিকার পাতা খুললেই কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষ সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হবার খবর দেখা যায়। এ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আমাদের দেশ, জাতি এবং ছাত্র সমাজের জন্যে খুবই লজ্জাজনক, অথচ আমাদের ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল সোনালী ইতিহাস রয়েছে যা বিশ্ববিদিত। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ এবং তার প্রতিকার নিয়ে সূক্ষ্মভাবে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক। কেহ কেহ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ছাত্র–রাজনীতিকে দায়ী করেন এবং তার সমাধানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপার মত পোষণ করেন, প্রকৃতপক্ষে এভাবে সমস্যা সমাধান হবে না, যদি মনে করা হয় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্র–রাজনীতিই দায়ী তাহলে মূলতঃ মাথা ব্যথা রোগীর চিকিৎসা স্বরূপ মাথা কেটে ফেলার সিদ্ধান্তের মতো হবে। কেননা সন্ত্রাসের জন্যে শুধু ছাত্র–রাজনীতিই দায়ী নয়। দেশের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দেশের প্রতিটি আন্দোলনে এদেশের ছাত্র সমাজের অকৃপণ অবদান রয়েছে, ছাত্র–রাজনীতির ফলেই ছাত্ররা সচেতন হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে ছাত্র–রাজনীতিতে সন্ত্রাস এবং হানাহানি কারো কাম্য হতে পারে না। আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শে আদর্শিত ছাত্রসংগঠন রয়েছে যা মূল দলের আদর্শ এবং কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী দু'সংগঠনের মিছিল মুখোমুখি হলে বা উস্কানীমূলক শ্লোগানে, ছাত্রাবাস এবং হলের 'সিট' দখল কেন্দ্র করে নানা সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এভাবে এক সংগঠনের অনুষ্ঠানে অপর সংগঠনের হামলায় বড় ধরনের সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। ভিন্ন মতাবলম্বী দু'জনের ব্যক্তিগত কারণে কথাকাটাকাটি হলেও একপর্যায়ে তা দলগত সংঘর্ষের রূপ নেয়, কেহ অভিমত ব্যক্ত করেন ছাত্র –রাজনীতি দলীয় করণের ফলে প্রতিনিয়ত নানা সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুটা যুক্তি থাকলেও তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে এদেশের ছাত্রসমাজ তাদের দলীয় সংকী[illegible] [illegible] হয়েছে [illegible] তারা [illegible] থেকে [illegible] করে [illegible] ছাত্র সমাজ এক মঞ্চে এসে আন্দোলনে সফল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু অবাক লাগে যখন সামান্য ব্যাপার নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পরে; যখন পশুত্ব আচরণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের হাত–পায়ের রগ কেটে দেয়, রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করে, যখন ছাত্রদের হামলায় শিক্ষকরাও রেহাই পান না। ছাত্রদের পকেটে কলম–পেন্সিল থাকার কথা কিন্তু এখন কলম পেন্সিলের পাশে চাকু ও ক্ষুর স্থান করে নিয়েছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দূরীকরণে প্রশাসন, ছাত্র–শিক্ষক, অভিভাবকের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ বলা যায় গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও আমাদের রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সহনশীলতার খুব অভাব রয়েছে। সহনশীলতার ঘাটতি না থাকলে সামান্য ব্যাপারে এত বড় সংঘর্ষ হতে পারত না। প্রতিটি ছাত্র সংগঠন স্ব স্ব কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাবে এটা গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু অপর সংগঠনের সফলতা বা জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের রোধ করার জন্যে হামলা বা নির্যাতন চালানো চরম অগণতান্ত্রিক কাজ এবং এ টাকে রাজনৈতিক আদর্শ না বলে ফ্যাসীবাদী আদর্শ বলা শ্রেয়। নিজেরা রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করবে অথচ অপরকে তা করতে দেবে না এটা কেমন ব্যাপার? নিজের আদর্শ এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে সমর্থন আদায় করাই যথার্থ কিন্তু বলপূর্বক, হুমকি, ভীতি প্রদর্শন এবং নির্যাতনের মাধ্যমে নিজ দলে অন্তর্ভূক্তির হীন চেষ্টা থেকে সংঘর্ষ বাধে। এ ধরনের হীনতা পরিহার, সহনশীলতা এবং অপরের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব।

অবৈধ অস্ত্রের সরবরাহ এবং ব্যবহার আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের অন্যতম [illegible] দেশের সর্বত্র অবৈধ অস্ত্র ছড়িয়ে [illegible] এ [illegible] ইত্যাদি [illegible] কাবে এবং [illegible] রয়েছে প্রচুর দেশী–বিদেশী অস্ত্র যা খুব সামান্য কারণে গর্জে উঠতে পারে। এ সকল অস্ত্র ক্রমে বিভিন্ন শিক্ষপ্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রবাসে সরবরাহ হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠন তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে এ সকল অস্ত্র সরবরাহ করে থাকে। শুধু তাই নয়–নানা প্রভাবশালী মহল তাদের স্বীয় অস্ত্রের মাধ্যমে মাস্তান পুষে থাকেন। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে বিভিন্ন সময় অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চললেও অশুভ ইঙ্গিতে পুনরায় ছাত্রাবাস এবং হলে অস্ত্রের সমারোহ ঘটে আর এ কারণে এখনও পুরোপুরি অস্ত্রমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ সরকার তার অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের উপর সশস্ত্র গুন্ডা লেলিয়ে দেয়া ছাড়াও প্রচুর অর্থ এবং লোভ দেখিয়ে ছাত্র সমাজকে আন্দোলন থেকে বিচ্যুত করা চেষ্টা করে এভাবে বিভিন্ন সময় প্রচুর অস্ত্র ছাত্র নামধারী মাস্তানদের হস্তগত হয়–এ অস্ত্র হাতে ছাত্ররা নানা অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন ছিনতাই, রাহাজানিতে জড়িয়ে পড়ে, কলংকিত হয় তাদের ছাত্রজীবন সশস্ত্র ছাত্ররা সামান্য ব্যাপারে তার সহপাঠীর বুকে গুলি করতেও কুণ্ঠিত হয়না। সরকার এবং ছাত্র সমাজ একে অপরকে আন্তরিক সহায়তা করলে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করা সম্ভব, এ ব্যাপারে প্রশাসন কঠোর হলে অনেকাংশে অস্ত্রমুক্ত করা সম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। তারা অনেক সময় নিজ সংগঠনের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন, অপ্রিয় হলেও সত্য–কখনো তাদের পরোক্ষ ইঙ্গিতে সংঘর্ষ বেঁধে থাকে। বিভিন্ন সময় নানা উস্কানী দিয়ে তারা ছাত্রদের সংঘর্ষে নামিয়ে দেন। ছাত্রদের তখন মাস্তান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নির্বাচন প্রাক্কালে এক নেত্রী বলেছেন–"আমাদের গায়ে একটি আঁচড় দিলে আমরা দু'টি আচড় দেব।" এ ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য একজন বিজ্ঞ নেত্রীর মুখে যেমন মানায় না, তেমনি একটি সংঘর্ষে ঠেলে দেয়া হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ হিসাবে শিক্ষকদের ঘৃণ্য তৎপরতাও একটি বিশেষ দিক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংঘর্ষে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদ দানের কথাও শুনা যায়। যেমন–দেশের অন্যতম বিদ্যাপিঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক সন্ত্রাসী ঘটনার পেক্ষিতে দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। এ সংঘর্ষের শিক্ষকদের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। শিক্ষকদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতালোভ চরিতার্থ করার জন্যে ছাত্রদের ব্যবহার করে আর এতে সংঘর্ষে ব্যাপক হানাহানি হয়, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসে শিক্ষকদের কোন কোন ক্ষেত্রে উস্কানীমূলক ভূমিকা খুবই ন্যক্কারজনক। আর এ হীনতার জন্যে শিক্ষকরাও প্রতিনিয়ত ছাত্রদের নিকট লাঞ্ছিত হচ্ছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস এবং হলগুলোতে বহিরাগতদের আনাগোনা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যায়–বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসের কারণ হিসাবে বহিরাগতদের ভূমিকাই বেশী। এ সকল বহিরাগতরা বিভিন্ন সংগঠনের ছত্রছায়ায় হলে সশস্ত্র অবস্থান নেয় আর নানা সংঘর্ষে এরাই প্রধানতঃ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

বহিরাগতদের হল থেকে বহিষ্কারে প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। কঠোরভাবে বহিরাগতদের রোধ করা একান্তআবশ্যক।

একথা অস্বীকারের জো নেই যে–প্রতি সংগঠনেই মাস্তান রয়েছে। ছাত্র নামের সশস্ত্র মাস্তানদের স্ব স্ব সংগঠনই নিবৃত্ত করতে পারে। আমরা দেখতে পাই সকল ছাত্র সংগঠন 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াও ছাত্র সমাজ' 'শিক্ষা ও সন্ত্রাস এক সাথে চলে না,' 'অস্ত্র শিক্ষা এক সাথে চলে না,' 'শিক্ষাঙ্গনের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান' প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে থাকে। কিন্তু এ সকল শ্লোগানে আন্তরিকতা কতটুকু তা ভেবে দেখার বিষয়। প্রতিটি সংগঠন তাদের চিহ্নিত মাস্তানদের নিবৃত্ত করে আন্তরিকতার সাথে সন্ত্রাস রোধে এগিয়ে এলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধ হবে। কোন মায়ের নিকট তার ছেলে লাশ হয়ে ফিরবে না। সন্ত্রাসী যে কোন দলেরই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সকল সংগঠনকে তৎপর হতে হবে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাঙ্গন সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বাইরে নয়, সমাজের বিভিন্ন স্থানের

(২–এর পাতায় দেখুন)

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং তার প্রতিকার

৪–এর পাতার পর

অনিয়ম, দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের শিক্ষাঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম সম্পূর্ণ দূর না করে একটি সুন্দর শিক্ষাঙ্গন কল্পনা করা সম্ভব নয়। তবুও দেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষায় প্রশাসনকে আন্তরিকভাবে কঠোর ভূমিকা নিতে হবে, তার পাশাপাশি এ সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক দল সমূহ, শিক্ষক–অভিভাবক এবং ছাত্র সমাজকে আন্তরিক ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অত্যন্ত আশার কথা নতুন মন্ত্রিপরিষদ ইতিমধ্যে শিক্ষাঙ্গনে [illegible] রোধ, সেশন [illegible] শিক্ষা [illegible] সার্বিক পরিবেশ [illegible]